পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org,
E-mail : wbcuta@yahoo.in

সার্কুলার- ০৮/২০১৮ তারিখ : ৩১-০৭-২০১৮

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

গত ১৯ জুলাই, ২০১৮ সমিতির আহ্বানে সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির সাথে যৌথ ভাবে আহুত বিকাশ ভবন অভিযান ও ধর্ণা কর্মসূচি সফল করার জন্য প্রথমেই আপনাদের অভিনন্দন জানাই। ইতিমধ্যে (আমাদের ঐ কর্মসূচি শেষ হবার পর) **UGC** রেগুলেশনের গেজেট নোটিফিকেশন বেরিয়েছে। ঐদিন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা যখন অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে যাই, তখনও পর্যন্ত বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। তাহলে এই ডেপুটেশনের বয়ান আমরা অন্যভাবে করতে পারতাম। গত ২৬ জুলাই, ২০১৮ **MHRD** আদেশনামা প্রকাশ করে রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে **(Reimbursement)** প্রাপ্য অর্থ দাবি করার নির্দেশ দিয়েছে। **UGC** রেগুলেশনের গেজেট নোটিফিকেশন হওয়ার পর বেশ কয়েকটি বড় রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হয়েছে। আমাদের রাজ্যে সরকার এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো অবস্থান জানায়নি। কিন্তু আমরা অধ্যাপক সমিতি ইতিমধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করবার দাবি নিয়ে পথে নেমেছি, সরকারকে স্মারকলিপি দিয়ে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। বর্তমান অবস্থায় আমরা মনে করি পথে নেমে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে না যেতে পারলে এই দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। সমিতির কর্মসমিতির নির্বাচন পর্ব মিটলেই আমরা সেই আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করবো এবং যথাসময়ে তা আপনাদের জানাবো। আশাকরি অতীতের মত আগামীর এই আন্দোলনেও আপনারা বিপুল অংশে সাড়া দেবেন।

The Higher Education Commission of India Act-2018 নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ **UGC** কে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন। আমরা অধ্যাপক সমিতি আমাদের মতামত সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে, প্রস্তাবিত এই আইন প্রত্যাহার করবার দাবি জানিয়ে **UGC** তে পাঠিয়েছি। আপনারদের জ্ঞাতার্থে সমিতির ওয়েবসাইটে তা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের আবেদন, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে জেলাকমিটিগুলি যদি এ নিয়ে কনভেনশন বা আলোচনা সভার আয়োজন করে তাহলে আরও বেশি মানুষের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারবো। সমিতির দাবি, প্রস্তাবিত এই সর্বনাশা আইন প্রত্যাহার করে **UGC** কে সম্পূর্ণ স্বশাসনের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করা হোক। উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করবার এ ধরণের সর্বনাশা সরকারি উদ্যোগ প্রতিরোধে সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পথে নামা জরুরী।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, অধ্যাপক সমিতির ৮৩তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও ৯২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৬-৭ অক্টোবর, ২০১৮ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন শুরু হবে ৬ অক্টোবর সকাল ১০টায়। তাই ৫ অক্টোবর সন্ধ্যার মধ্যে বহরমপুর শহরে পৌঁছে যেতে পারলে ভাল হয়। এখনই প্রাইমারী ইউনিটগুলি উদ্যোগ নিয়ে, যাঁরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন তাঁদের রেলের টিকিট বুক করে নিতে পারলে ভাল হয়। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার ক্ষেত্রেই এই উদ্যোগ এখনই শুরু করা উচিত। ডেলিগেট ফি ও সম্মেলন সংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ আমরা পরের সার্কুলারে আপনাদের জানাবো। ৬ অক্টোবর দ্বিতীয়ার্ধে একটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। এবারের আলোচ্য বিষয় : **Attack on Autonomy of Higher Education**

শিক্ষা আইন নিয়ে অধ্যাপক সমিতির করা মামলাটি হাইকোর্টে নথিভুক্ত হওয়ার পর ইতিমধ্যে তার দুটি শুনানি সম্পূর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারও শিক্ষকদের ভয় দেখানোর মহান ব্রত নিয়ে এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শিক্ষকদের হেনস্থা করছে। অবসরের দোরগোড়ায় পৌঁছনো অধ্যক্ষও এই আক্রমণের শিকার। যদিও আদালতের স্থগিতাদেশ মেলায় সাময়িক নিষ্কৃতি পেয়েছেন ঐ অধ্যক্ষ। যেভাবে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষক শিক্ষিকাদের অসম্মান করা/হেনস্থা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। অধ্যাপক সমিতি এর তীব্র নিন্দা করে। আমাদের আশা, শিক্ষা আইন নিয়ে সমিতির আইনী লড়াইয়ে সত্যের জয় হবেই। শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ যাতে মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু রেখে পেশায় যুক্ত থাকতে পারেন তা নিশ্চিত করতে সমিতি বদ্ধপরিকর। এই আইনী লড়াইয়ের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এখনও যারা সমিতির সংগ্রাম তহবিলে ন্যূনতম তিনশো টাকা অনুদান দেননি, আশাকরি অতি দ্রুত তা,তাঁরা জমা দেবেন।

অভিনন্দন সহ

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক